যুগান্তর

তারিখ 14 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

স্কুলের ভর্তি মৌসুমে অভিভাবকদের গলাকাটার উৎসব চলছে এবারও

মুস্তাক আহমদ

রাজধানীর খিলগাঁও থানার মেরাদিয়া হাটে অবস্থিত ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রের বাবা শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে যুগান্তরে টেলিফোন করেন। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলছিলেন, 'একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। আমি মাসে ছয় হাজার টাকা বেতন পাই। ফি মাসে বেতন পেতে ১০-১২ তারিখ হয়ে যায়। ছেলেটি বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। তার পুনরায় ভর্তিতে লাগবে ৬ হাজার ১শ' টাকা। ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। বেতনের টাকায়ও ভর্তি সম্ভব হবে না বলে বাড়ির জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্কুলে আবেদন করেছি টাকা কমানো সম্ভব না হলেও যেন ভর্তির সময়সীমাটা বিশেষ বিবেচনায় বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষক রাজি হননি। উল্টো জানিয়ে দিয়েছেন, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে আসন শূন্য ঘোষণা করে সেখানে নতুন ছাত্র নেয়া হবে।' তার অভিযোগ, একজন নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করলে ১৩ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এর বাইরে মোটা অংকের ডোনেশন তো রয়েছেই। শুধু ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুলই নয়, নতুন ক্লাসে শিক্ষার্থী ভর্তিকে সামনে রেখে রাজধানীসহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এভাবে অভিভাবকদের গলাকাটা শুরু হয়েছে। নিজ প্রতিষ্ঠানে প্রমোশনের ভর্তির (আগের বছর যে স্কুলে শিক্ষার্থী পড়েছে) ক্ষেত্রে স্কুলগুলো উন্নয়ন ফি, সেশন ফি, দালান ফি, আসবাবপত্র ও বিদ্যুৎ ক্রীড়া, কম্পিউটার, ল্যাবরেটরি, ম্যাগাজিন এবং পরীক্ষা ফি ও বেতনসহ নানা নামে আদায় করা হচ্ছে ছাত্রপ্রতি হাজার হাজার টাকা। এক্ষেত্রে পাড়া-মহল্লার অখ্যাত স্কুল থেকে শুরু করে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোও পিছিয়ে নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গলাকাটার প্রতিযোগিতায় বাংলা মাধ্যমের বিখ্যাত স্কুল এবং ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন-প্রিক্যাডেটগুলো এগিয়ে। অভিভাবকরা এ ব্যাপারে সরকারের বিশেষ করে মহাজোট নেত্রী ও ভাবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

প্রমোশনের ভর্তির বাইরে নতুন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আরেকটি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে বর্তমানে। এক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, এক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় মেধার মাধ্যমে যতটা না শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়, তার চেয়ে বেশি বাছাই করা হয় স্বজনপ্রীতি বা বিশেষ বাণিজ্যের মাধ্যমে। বিগত বছরে রাজধানীর বিখ্যাত ভিকারুননিসা নূন স্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল মডেল স্কুলসহ অনেক স্কুলের ব্যাপারে এ অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা ও অডিট অধিদফতর (ডিআইএ)। এতে বলা হয়েছে, রাজধানীর সেরা স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে উৎসব : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

উৎসব : গলাকাটার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কোচিং ও প্রাইভেট ব্যবসা প্রতি বছরই জমজমাট হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ শিক্ষকই জড়িয়ে পড়েন এ ব্যবসায়। সাধারণত কোচিং সেন্টারগুলো ভর্তির বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা ডোনেশনের নামে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে থাকে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সাধারণত শতভাগ নিশ্চয়তা পেতে এক থেকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আদান-প্রদান হয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, বিদ্যালয়ের উন্নয়নের নামে প্রচলিত এ ডোনেশন আদায়ের লাখ লাখ টাকা চলে যাচ্ছে শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্যদের পকেটে। যে কারণে লাখ লাখ টাকা খরচ করে স্কুলের পরিচালনা পরিষদ কমিটির সদস্য নির্বাচনের রেকর্ড রয়েছে।

গত শিক্ষাবর্ষে (২০০৭) মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজে অবৈধভাবে ৫১৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। স্কুল পরিচালনা কমিটি প্রথম শ্রেণীতে ৩৬০ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির সিদ্ধান্ত দিলেও ভর্তি করা হয়েছিল ৫৭১ জন ছাত্রছাত্রীকে। এছাড়া বিভিন্ন অজুহাতে মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই লিখিত পরীক্ষায় ০, ১, ২ থেকে ৩৯ নম্বর পাওয়া ছাত্রও ভর্তি করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই বিভিন্ন শ্রেণীতে ৭ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়েছিল। এছাড়া বিজ্ঞাপিত শ্রেণীর বাইরে অন্যান্য শ্রেণীতে আরও ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করার ঘটনাও ঘটে। ডিআইএ'র তদন্তে বিষয়টি ধরা পড়ে।

মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়েও একইভাবে গত বছর ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। স্কুলের শিক্ষকদের নামে-বেনামে আশপাশ এলাকায় অসংখ্য কোচিং সেন্টার রয়েছে। যে-কারণে অভিভাবকদের দৌড়-ঝাঁপ ছিল ওইসব কোচিং সেন্টারমুখী। গত শুক্রবার ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পরও স্কুলের প্রায় প্রতিটি শিক্ষকের বাসায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সমাগম দেখা যায়। অভিযোগ রয়েছে, প্রাইভেট বা কোচিংয়ের নামে শতাধিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয়েছে ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। ভর্তি হতে পারলে আরও বেশি। ডোনেশনের জন্য অলিখিতভাবে ২০ হাজার টাকা নির্ধারিত থাকলেও ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে স্কুল কমিটির কয়েকজন সদস্য ও শিক্ষক গোপনে আদায় করে নিয়েছেন এক লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ভর্তি দুর্নীতি নিয়ে যুগান্তরে একাধিকবার বড় শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ১ম শ্রেণী ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত ছাত্রীদের তালিকাবহির্ভূত মোট ২১৬ জন ছাত্রী ভর্তি করার ঘটনা ধরা পড়েছে। বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের ভর্তি না করে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের ভর্তির ঘটনা সরকারের ডিআইএ-ই উদঘাটন করেছে। প্রসঙ্গত, ভিকারুননিসার বাংলা মাধ্যমের ভর্তি পরীক্ষা গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এভাবে রাজধানীর উদয়ন বিদ্যালয়েও ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ খালেদা হাবিবের দুর্নীতি নিয়ে বিশাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে ডিআইএ। এতে ভর্তি ছাড়াও নানা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।